মানবাধিকার লংঘন

পুলিশ হেফাজতে যুবক নিখোঁজ

উত্তর ২৪ পরগণার এক যুবককে অপহরণের পর গুম করার অভিযোগে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন ঐ জেলার তিনজন সিনিয়র পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে অবিলম্বে মামলা শুরু করতে সি. আই. ডি.-কে নির্দেশ দিয়েছেন। পার্থ মজুমদার নামে বছর তিরিশের ঐ যুবক পুলিশের গুলি চালনায় এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শী ছিল বলে জানা গেছে। গত ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হাবড়া থানার পুলিশ সুরেশ বারুই নামে এক যুবককে প্রকাশ্যে গুলি চালিয়ে খুন করে। পার্থ এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী, তাই পুলিশ তাকেও গুলি করে। এরপরই পার্থকে তুলে নিয়ে যায়। তারপর থেকে তার আর কোন হদিস পাওয়া যায়নি। বুলেটবিদ্ধ পার্থকে হাসপাতালে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। কমিশনের তদন্তে জানা গেছে নাম ভাঁড়িয়ে লক্ষণ গিরি নামে এক হোমগার্ডের নামে তাকে সেখানে ভর্তি করা হয়। অপহৃত যুবকের দাদা ভাইয়ের খোঁজ না পেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন। হাইকোর্টের খণ্ডপীঠ গোটা ঘটনাটা মানবাধিকার কমিশনকে তদন্ত করতে নির্দেশ দেয়। পার্থর নামে কোনরকম মামলা ছিল না বলে পুলিশ কোর্টে হলফনামা দেয়। অভিযোগকারী জানান, পার্থকে শেষবার দেখা গেছে পুলিশের জিপে অথচ পুলিশ পার্থ মজুমদার নামে কোন যুবককে আটক করার ঘটনা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। পুলিশ অস্বীকার করলেও তাকে নিশ্চিত অপহরণ করা হয়েছে বলেই পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে কমিশন সিদ্ধান্তে আসে। পার্থর ছবি দেখে হাসপাতালের চিকিৎসকেরা কমিশনকে জানায় যে ঐ যুবককে ১৯৯৭ সালে ৫ই সেপ্টেম্বর হোমগার্ড লক্ষণ গিরি নামে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার মাথায় ও পায়ে আঘাত ছিল। ৬ই সেপ্টেম্বর এক পুলিশ কর্মী তাকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে যায়। তারপর থেকে সে নিখোঁজ। সুতরাং পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা কোনমতেই বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে কমিশন মনে করে। কমিশন তদানুযায়ী সুরেশ বারুই এবং পার্থ মজুমদারের উপর গুলি চালনার এবং পার্থ মজুমদারকে গুম করার ঘটনায় যুক্ত পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে মামলা চালু করার জন্য সি. আই. ডি.-কে নির্দেশ দিয়েছে।

চিকিৎসকদের অবহেলায় শিশুর মৃত্যু

রূপা বিশ্বাস নামে সাড়ে তিন বছরের এক শিশুকে শিশু চিকিৎসকের পরামর্শে বসিরহাট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে তাকে আর একজন শিশু চিকিৎসক চিকিৎসা করেন ও হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেন। বাড়ী ফিরে সে আবার অসুস্থ হলে পুনরায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। হাসপাতালে তার যথোপযুক্ত চিকিৎসা হয় নি এই অভিযোগ এনে তার আত্মীয়স্বজনেরা কমিশনের দ্বারস্থ হয়। কমিশন অভিযোগটি গ্রহণ করে বসিরহাট সাব-ডিভিশনাল হাসপাতালের সুপার-এর কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠায়।

রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে হাসপাতালেরই একজন শিশু বিশেষজ্ঞ ড. পি. কে. দত্ত শিশুটিকে তার ব্যক্তিগত ক্লিনিকে চিকিৎসা করেন এবং পরবর্তী সময়ে তাকে আরও একজন চিকিৎসক ড. সি. বি. সরকার-এর অধীনে বসিরহাট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ড. সরকার শিশুটির একস্-রে ও অন্যান্য পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়ে পরদিনই হাসপাতাল থেকে তাকে ছেড়ে দেন। পরে তার অবস্থার অবনতি হলে পুনরায় ঐ ডাক্তারের কাছ হয়ে হাতপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে সে মারা যায়। সিনিয়র ডাক্তারের একটি কমিটি তদন্তে ড. সরকারকে দোষী সাব্যস্ত করে। উত্তর ২৪ পরগণা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তার রিপোর্টে কমিশনকে জানান অত্যাধিক রক্তাল্পতার দরুন বালিকাটির মৃত্যু হয়। অথচ তার রোগের চিকিৎসা না করিয়েই তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

হাসপাতালের বাইরে যে চিকিৎসক শিশুটির চিকিৎসা করেন শিশুটির শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে তাকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে ভর্তি করানো তার উচিত ছিল। এই দুইজন ডাক্তারই শিশুরোগ চিকিৎসায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী। অথচ উভয়েই অসুস্থ শিশুটির শারীরিক অবনতির গুরুত্ব অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন।

যেহেতু ড. পি. কে. দত্ত সরকারী চিকিৎসক হলেও ব্যক্তিগত চেম্বারে শিশুটির চিকিৎসা করেছিলেন তার কর্তব্যে অবহেলার বিষয়টি কমিশনের এক্তিয়ার বহির্ভূত। একজন সরকারী ডাক্তার হয়ে তিনি প্রাইভেট প্র্যাক্টিস করতে পারেন কিনা সেই বিষয়েও কমিশন কোন মন্তব্য করতে নারাজ। অপর ডাক্তার ড. সি. বি. সরকার তড়িঘড়ি করে ঐ শিশুকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়ার ফলে তার মৃত্যু হয়েছে কিনা তা বিবেচনা করে রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে তার বিরুদ্ধে শাস্তি বা অন্য কোন বিভাগীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য কমিশন সুপারিশ করেছে। উক্ত সুপারিশ দু-মাসের ভিতর কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছে।

বে-আইনী গাড়ী পার্কিং -এর অভিযোগে বয়স্ক নাগরিকের হেনস্থা

আর্য মিত্র নামক সত্তরোর্ধ একজন ব্যবসায়ী তাঁর কন্যা এবং দুইজন দৌহিত্রী এবং পোষ্যকুকুর সহ দক্ষিণ কলিকাতার লেক সংলগ্ন পার্কে বেড়াতে যান। সন্নিকটস্থ একটি পার্কিং এরিয়ায় তাঁর গাড়ীটি পার্ক করার কিছুক্ষণের মধ্যেই লেক থানার একজন সাব-ইনস্পেক্টর গাড়ীটি নিয়ে থানায় চলে যান। তৎক্ষণাৎ শ্রী মিত্র থানায় হাজির হন। গাড়ীটি ছাড়াবার জন্য তার কাছ থেকে চার শত টাকা দাবী করা হয়। তিনি ঐ টাকা দিতে অপারগ হন। থানার অতিরিক্ত ও.সি. তাকে বিদ্রুপ করেন যে তার গাড়ী আছে অথচ তিনি চার শত টাকা দিতে পারছেন না। প্রায় দু'ঘণ্টা থানায় বসিয়ে রেখে তার গাড়ীর রেজিস্ট্রেশন বইটি আটক রাখা হয়। গাড়ীটি রাত্রিবেলায় ফেরত পাঠানো হয়। পরদিন সকালে দুই শত টাকা জমা দিলে তিনি রেজিস্ট্রেশন বইটি ফেরত পান। পরে তিনি ডি. সি. (ট্রাফিক) এবং পুলিশ কমিশনারের কাছে এই মর্মে অভিযোগ করেন। লেক থানার ও.সি. তার নিকট দুঃখ প্রকাশ করে তার দুই শত টাকা ফেরত পাঠিয়ে দেন এবং পুলিশের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করেন। শ্রী মিত্র কমিশনে অভিযোগ করেন। কমিশন পুলিশ কমিশনারের রিপোর্টে সন্তুষ্ট না হওয়ায় কমিশনের একজন তদন্তকারী অফিসারের উপর ঘটনাটির তদন্তভার ন্যস্ত করে। ডি. সি. (সাউথ) তার রিপোর্টে জানান বে-আইনীভাবে গাড়ী পার্কিং -এর জন্য শ্রী মিত্রের গাড়ী আটক করা হয়। পরে গাড়ীটি ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়। কোন রকম আর্থিক লেনদেনের কথা রিপোর্টে অস্বীকার করা হয়। লেক থানার ও. সি. তার থানার অফিসারদের দুর্ব্যবহার-এর কথা স্বীকার করেন। কমিশনের তদন্তকারী অফিসার যেখান থেকে গাড়ীটি ধরা হয়েছিল সেটিকে পরিদর্শন করে সেটিকে পার্কিং এরিয়া বলে চিহ্নিত করেন।

যাইহোক, তিনি তার রিপোর্টে লেক থানার সাব-ইন্সপেকটর, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর এবং অতিরিক্ত ও. সি. সকলের দুর্ব্যবহার-এর কথা উল্লেখ করেছেন। কমিশন উক্ত অফিসারদের ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তারা তাদের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহার বা টাকা নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেন। সঠিক নিয়ম না মেনে গাড়ী আটক করার জন্য কমিশন এ. এস. আই.-কে কঠোর ভৎর্সনা করার সুপারিশ করেছে। থানার অতিরিক্ত ও.সি.-র শ্রী মিত্রর সাথে দুর্ব্যবহার-এর ঘটনাটি কমিশন-এর নজরে এসেছে। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোন সুপারিশ না করা হলেও কমিশন ভবিষ্যতে তাকে আরও নম্র এবং বিনয়ী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

খ্রীষ্টান নিগ্রহ-জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নোটিশ

দেশের বিভিন্ন স্থানে খ্রীষ্টানদের উপর ক্রমাগত আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি নোটিশ পাঠিয়েছে। খ্রীষ্টান সম্প্রদায় ও তাদের পরিচালিত প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর হামলা ঠেকাতে প্রশাসন কি ধরণের ব্যবস্থা নিয়েছে তা দু-সপ্তাহের মধ্যে জানানোর জন্য কমিশন নির্দেশ দিয়েছে। সংবিধানে নিহিত ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র বজায় রাখা এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় করার জন্য কমিশন দেশবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছে।